[redacted]

[redacted]:
[redacted]

থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবের বলেন, করোনার কারণে পেশাজীবী শিল্পীদের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা করোনা সহায়তা পেলেও তা একেবারেই অপ্রতুল। সরকরের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ও দাবি, যেভাবে মুক্তিযোদ্ধা কিংবা বিধবা ভাতা দেয়া হয়, সেভাবে দুস্থ অসহায় শিল্পীদের পাশে দাঁড়াক। এই সংগঠক আরো বলেন, শিল্পীরা যে সাহসিকতা নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অবদান রাখছেন তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু সেভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে না। সরকার এদিকে নজর দিক এটাই আমাদের দাবি।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন বলেন, করোনায় কাজ হারিয়েছে অনেকেই। যাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের করোনা সহায়তার পাশাপাশি স্থানীয় সংসদ সদস্য নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তবে তা অপ্রতুল।

এম সাইদুর সংগীত একাডেমির পরিচালক শিল্পী এম সাইদুরের কণ্ঠে শোনা গেল হতাশার সুর। তিনি বলেন, গত ৯ মাস ধরেই বেকার বসে আছি। জীবন বাঁচাতে সঞ্চয় ভেঙে চলছি। কোথাও সংগীতের কোনো আয়োজন নেই, স্কুলগুলোতে কোনো কার্যক্রম নেই। আছে শুধু বুক ভরা কষ্ট। এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আরো বলেন, সংগীতের শিক্ষকতা করে প্রতি মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করতাম। এখন কোনো রকম টিকে আছি। এই দুঃসময়ে সরকারকে আমাদের পাশে চাই।

মেপ্র/এমএফআর

সাকরাইনে ডিজে, আতশবাজি, ফানুস ও মদ নিষিদ্ধ চেয়ে ডিএমপিতে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালার চিঠি

সাকরাইনে ডিজে পার্টি, আতশবাজি, ফানুস ও মাদক নিষিদ্ধের কার্যকরী নীতিমালা চেয়ে ডিএমপি কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন পুরান ঢাকার

৮৩ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে মিন্টো রোডে ডিএমপি কমিশনার বরাবর পাঠানো এক চিঠি তারা এ আহবান জানান। চিঠিতে পুরান ঢাকাস্থ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, আগামী ১৪-১৫ই জানুয়ারী’ ২০২১ ইং পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ‘সাকরাইন’ নামক একটি অনুষ্ঠান পালিত হতে যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার, গোয়ালনগর, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, লালবাগসহ পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ছাদগুলোতে নানান আয়োজন হয়। এর মধ্যে আছে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগীতা, ডিজে পার্টি, আতশবাজি-ফানুস উড়ানো। এ বছরও একই ধরণ ও বড় পরিসরে এ উৎসব আয়োজন করা হবে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা বলেন, মূলতঃ সাকরাইন নামক এ আয়োজনে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। এ সময় শুধু পুরান ঢাকা নয় বরং নতুন ঢাকার জনগণও পুরান ঢাকার ছাদগুলোতে ভীড় জমাতে থাকে। অথচ করোনা মহামারীকালে যে কোন ধরণের জনসমাগমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। এ বছর সাকরাইন উপলক্ষে হাজার হাজার ছাদে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় তথা জনসমাগম ঘটার সম্ভবনা আছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি ডেকে আনতে পারে।

তারা আরো বলেন, সাকরাইনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বাড়ির ছাদ থেকে ফানুস উড়ানো ও আতশবাজি পোড়ানো হয়। অথচ ডিএমপির পক্ষ থেকে ২০১৮ সালে ফানুশ উড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া ‘বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ অনুসারে রঙিন আতশবাজী রাখা সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ। বলার অপেক্ষা রাখে না, ফানুস ও আতশবাজি থেকে ভয়াবহ ধরণের অগ্নিকাণ্ড ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। সম্প্রতি থার্টি ফাস্ট নাইট উপলক্ষে উড়ানো ফানুস থেকে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের রেজিন্সি টাওয়ার নামক একটি বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ভবনটিতে প্রায় ৮০টির মতো পরিবার বসবাস করতো, অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে আতংকগ্রস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অনেকেই আহত হন। (তথ্যসূত্র: দৈনিক আমাদের সময়, ১লা জানুয়ারী, ২০২১) এছাড়া বিদ্যুতের তারে ফানুশ আটকে থাকার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, পুরান ঢাকা জনবসতিপূর্ণ ও ঘিঞ্জি এলাকা। ২০১৯ সালে চকবাজারের চূড়িহাট্টার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষত এখনও শুকিয়ে যায়নি। ঐ ঘটনার পর থেকে পুরান ঢাকায় বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের গোডাউনের উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। পুরান

ঢাকায় দাহ্য পদার্থ নিয়ে যেখানে এত সতর্কতা, সেখানে আতশবাজির মত বিষ্ফোরক পদার্থ ফুটলে তা অবশ্যই ভয়ানক বটে। যদি আতশবাজি ও ফানুশ থেকে পুরান ঢাকায় কোনরূপ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, তবে একদিকে যেমন সরু গলিতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে না পেরে বিপুল জানমালের ক্ষতি হবে, অন্যদিকে পুরান ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যেও পড়বে কালো ছায়া, ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যবসায়ীরা, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি।

তারা বলেন, আতশবাজির পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব বিদ্যমান। আতশবাজির কারণে বায়ুতে বিষাক্ত কণা ছড়িয়ে পড়ে, যার দরুণ পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। এছাড়া বিস্ফোরকের উচ্চ ও ভীতিকর শব্দে অসুস্থ রোগীদের হৃদযন্ত্রজনিত রোগ বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, সাইকরাইনকে কেন্দ্র করে মুখের মধ্যে কেরোসিন নিয়ে ‘আগুন খেলা’ নামক ভয়ঙ্কর খেলা প্রদর্শিত হয়, যা করতে গিয়ে অনেকের মুখ ঝলসে যাওয়ার ঘটনা ঘটে অহরহ। এছাড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পরে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসময় ছাদগুলোতে বিকট শব্দে রাতভর গান বাজানো হয়, যা চারপার্শ্বের জনগণকে মারাত্মক বিরক্ত করে। অথচ এত উচ্চ শব্দে গান বাজানো ‘শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬’ অনুসারে অপরাধ বটে। তারা আরো বলেন, সাকরাইন উৎসবের নামে চলে মদ-গাজা ও ইয়াবা সেবন ও ডিজে পার্টি। অথচ বাংলাদেশের আইনে জনসাধারণের জন্য মদ-গাজা- ইয়াবা’র মত মাদকের সেবন ও কেনাবেচার উপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

মূলতঃ মদ খাওয়া কিংবা ডিজে পার্টি নামক উশৃঙ্খলতা কখনই আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানের কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের ‘নৈতিকতা’ নিয়ে চিন্তিত। এসব অনুষ্ঠানে গিয়ে তারা আমাদের আদি সংষ্কৃতি থেকে সরে যাওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। উল্লেখ্য সম্প্রতি রাজধানীতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এক ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার খবরে আমরা এমনিতেই আতঙ্কিত। এর মধ্যে নতুন করে সাকরাইনের উন্মাতাল মদ ও ডিজে পার্টির নামে নতুন কোন ধর্ষণ বা হত্যার ঘটনার জন্ম হলে তা দেশ ও জাতির জন্য সত্যিই ভয়ানক হবে।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, থার্টি ফাস্ট নাইটকে ঘিরে নিরাপত্তার জন্য ডিএমপি ১৩ দফা নির্দেশনা দিয়েছিলো, যা অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু অনেক এলাকায় সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করতে দেখা যায়, যার কারণে মিডিয়াতেও শিরোনাম হয়, “প্রশাসনের

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই থার্টি ফার্স্ট উদযাপন। (তথ্যসূত্র: বাংলাট্রিবিউন, যমুনানিউজ, ১লা জানুয়ারী, ২০২১) মূলতঃ উক্ত নির্দেশনায় বাড়ি ছাদে ডিজে পার্টি নিষিদ্ধ হলেও বাড়িওয়ালার দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ ছিলো না। আবার আতশবাজি ও পটকা ফোটানো নিষিদ্ধ হলেও পটকা-আতশবাজি কেনাবেচার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিলো না এবং সেক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগও ছিলো না। এ কারণেই সম্ভবত নির্দেশনা থাকার পরও অনেকে তা উপেক্ষা করতে পেরেছে।

সাকরাইন উপলক্ষে ডিএমপির কাছে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা ২টি দাবী করেন-
এক, অনলাইন বা মাঠপর্যায়ে (দোকানে) যারা আতশবাজি বা ফানুস ক্রয়-বিক্রয় করছে তাদের গ্রেফতার করা এবং আইনত শাস্তির মুখোমুখি করা। দুই, কোন বাড়ির ছাদে কোন আইন শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ (ফানুস উড়ানো, আতশবাজি, ডিজে পার্টি, জনসমাগম, মদ-গাজা-ইয়াবা সেবন, আগুন খেলা, উচ্চস্বরে গান বাজানো ইত্যাদি) সংঘটিত হলে তার দায় ঐ বাড়ির বাড়িওয়ালার এবং এর জন্য ঐ বাড়িওয়ালাকেই আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে- এই মর্মে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা।

আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন ডিএসসিসি মেডিকেল রোড সাইড মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি মুহম্মদ কবির হুসাইন মনা, নাজিরাবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ আল রাশিদ, নাসির উদ্দিন সরদার লেন ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম, চকবাজার বেগমবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ কাউসার রহমান, সিদ্দিকবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ মোস্তাক, কাজী আলাউদ্দিন রোডের ব্যবসায়ী মেহেদী হাসান, হোসনী দালান এলাকার বাড়িওয়ালা মুহম্মদ হাসু, মিডিফোর্ড রোডস্থ ব্যবসায়ী ফয়জুর রহমানসহ পুরান ঢাকাস্থ ৮৩ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা। (প্রেস রিলিজ)

কুষ্টিয়ায় মেয়ের মৃত্যুর পর বাবার মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মেয়ের আত্মহত্যার খবর শুনে দুই ঘণ্টা পর

হৃদযন্ত্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার বাবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মিরপুর পৌরসভার সুলতানপুর এলাকায় এ করুণ ঘটনা ঘটে।

আত্মহননকারীর নাম শান্তনা আক্তার (২২)। সে পৌরসভার সুলতানপুর এলাকার মোস্তফা মিয়ার কণ্যা।

মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শুভ্র প্রকাশ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সকালে পারিবারিক বিষয় নিয়ে শান্তনা আক্তারের সঙ্গে তার মায়ের বাক-বিতণ্ডা হয়।

এতে মায়ের ওপর অভিমান করে বেলা ১২টার দিকে নিজ ঘরে গলায় দড়ি দেয় শান্তনা। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মেয়ের এমন অপমৃত্যুর শোক সইতে না পেরে এর দুই ঘণ্টা পর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একই হাসপাতালে তার বাবা মোস্তফারও মৃত্যু হয়।

তিনি আরও জানান, শান্তনার বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছিল। চার বছরের একমাত্র ছেলে নিয়ে সে বাবার বাড়িতে থাকতো।

কুষ্টিয়ায় নৌকার প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইলেন জেলা তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়া পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে সরকারের চলমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে নৌকার পক্ষে ভোট চাইলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের নেতারা।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকায় কুষ্টিয়া পৌরসভার বারবার নির্বাচিত পৌর মেয়র, বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ার আলীর পক্ষে নৌকা প্রতীকে ভোট চান।

এসময় লিফলেট বিতরনসহ ভোট প্রার্থনা করেন তাঁরা।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মোমিনুল ইসলাম বকুল, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী মাস্টার, সদস্য হেলাল উদ্দিন, ডাঃ বাচ্চু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে এক জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও এক জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি গাংনী উপজেলার বাসিন্দা।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১২ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে এক জনের। আর নেগেটিভ আসে ১১ জনের।

সূত্রে আরো জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৫৩৯৭ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭৫২ জন, সুস্থ ৬৭০ জন, মৃত্যু ১৭ জন ও ট্রান্সফার্ড ৬০ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ০৯ টি (সদরে ০২ গাংনীতে ০৪ মুজিবনগরে ০৩)।

ভিন্ন সূরে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- গাংনীর সনিরুল ইসলাম (৩৫)।

শৈলকুপা আওয়ামী যুবলীগের পৌর নির্বাচন উপলক্ষে বর্ধিত সভা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভার আসন্ন পৌর নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ আয়োজিত এক বর্ধিত সভা মঙ্গলবার বেলা ২টায় উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামিম হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল, রাজু আহমেদ, হাফিজুর রহমান, সামসুজ্জামান তুহিন, আফরোজা নাসরিন লিপি, রানাউজ্জামান বাদশা, কাজী মোস্তাফিজুর রহমান নওরোজ, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ,রবিউল ইসলাম লাল্টু, ওয়াজেদ আলী, জুয়েল আহমেদ, আব্দুল মান্নান, মিলন মৃধা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শামিমার রশীদ জোয়ার্দার। বক্তারা তাদের বক্তব্যে আসন্ন আগামী ১৬ জানুয়ারী পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতিকের প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম কে জয়যুক্ত করার জন্য সকল নেতা কর্মীকে কাজ করতে বলেন।

উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন বক্তারা।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পিতা পুত্রসহ ৪ জন আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর সড়কের বামন পাড়ার শ্মশান ঘাট মোড়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিতা পুত্রসহ ৪ জন আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মুজিবনগরের প্রধান সড়কের বামন পাড়া শ্মশান ঘাট মোড়ে এয় ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের আনসারুল্লার ছেলে আজিম ও কাজী শহিদুল ইসলামের ছেলে আনসারুল্লাহ এবং মেহেরপুর শহরের কোটপাড়া মিজানুর রহমানের ছেলে সোহেল।

আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আজিমের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার দায়ে একজনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড

মেহেরপুরে ৫০ গ্রাম হেরোইন রাখার অপরাধে কুতুব উদ্দীন (৫০) নামের একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় প্রদান করেন। আসামী কুতুব উদ্দীন মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর দাখিল মাদ্রাসা পাড়ার মৃত খাদেম আলীর ছেলে।

রায় ঘোষণার পর আসামী কুতুব উদ্দীনকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলায় রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহীদদুল হক ও আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন, রফিকুল ইসলাম।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের নিজ বাড়ি থেকে ৫০ গ্রাম হেরোইনসহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের হাতে আটক হয়। পরে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার নং -৩৭/১৩।

পুলিশে অভিযোগ দেওয়ায় মামলা ও প্রাণনাশের হুমকি

আলমডাঙ্গায় জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্কুল ছাত্রকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর এ ঘটনাটি ঘটে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর গ্রামের ইকরাম হক (৩২) এর স্কুল পড়ুয়া ছেলে রাব্বি হাসান (১৩) ও স্বপন হোসেনের স্কুল পড়ুয়া ছেলে সোলায়মান হোসেন (৯) গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে রংপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলা করছিলো। এসময় সোলায়মান ও রাব্বির মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে বাকবিতান্ড হয়। এসময়, সোলায়মান তার চাচা মোহাম্মদ আলির (৫৫) ছেলে সাইম (২৮) কে ডেকে নিয়ে আসে।

সাইয়েম এসে স্কুল ছাত্র রাব্বিকে গলা টিপে ধরে ও গাছের ডাল দিয়ে বেধরক মারপিট করে। মারপিটের ঘটনায় রাব্বি গুরুত্বর আহত হয়। আহত রাব্বি কে প্রথমিক চিকিৎসা দিয়ে বড়িতে পাঠায় স্থানীয়রা।

একই ঘটনা এর আগেও ঘটেছে বলে জানান রাব্বির। পিতা তিনি আরো বলেন, সাইম সম্পর্কে আমার ভাগিনা (বোনের ছেলে) হয়। তার সঙ্গে অমার পিতার জমি নিয়ে দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলছে ইতিপুর্বে সে আমার ছেলেকে কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করে এছাড়াও আমার ছোট ভাই ও তার ছেলেকে কিছুদিন আগে মারধর করে। সে আমার বড় ও মেজ ভাইকে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এ ঘটনায় আমি তাৎক্ষণিক পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ি পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করি। পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করায় সে আমাকে বিকৃত ভাষায় বলে পুলিশের নিকট অভিযোগ দিয়ে আমার কিচ্ছু করতে পারবে না আমার পিছনে অনেক বড় শক্তি আছে কিচ্ছু হবে না আমার বরং আমি তোকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো আমি আলমডাঙ্গা থানায় যাচ্ছি তোর নামে মাদক ব্যবসা ও মাদক সেবনের অভিযোগ দেবো দেখি কে তোকে বাঁচাতে পারে এছাড়াও সে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিতে জানতে চায়লে পাঁচ-কমলাপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মহাম্মদ আলি বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনও বিষয়টা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান।

[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নিকট মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা দ্রুত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে থেকে অবৈধ দখল অপসারণের কথা বলা হলেও দখলদারা তা না মেনে আইন লঙ্ঘন করেছেন সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অবৈধ দখল অপসারণের জন্য সরোজিনে আমি ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরিদর্শন কালে দখলদারদের মৌলিক ভাবে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ অমান্য করে অবৈধ ঘর দখলকারীরা যেই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে